



128891 - ব্যবসায়ীরা কীভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) বাস্তবায়ন করতে পারবে

---

প্রশ্ন

আমি ব্যবসার ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) পদ্ধতি জানতে আগ্রহী।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলমিরে সমস্ত প্রয়োজনে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা তার ঈমানের অন্যতম আলামত। রযিকি অনুষণে ক্ষেত্রে এই তাওয়াক্কুল আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আবু হাতেম ইবনে হবিবান রাহমাহুল্লাহ বলেন:

বুদ্দমিন ব্যক্তির কর্তব্য হলো: যিনি রযিকিরে দায়িত্ব নিয়েছেন (আল্লাহ তায়ালা) তাঁর ওপর অবচলভাবে তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা। কেননা, তাওয়াক্কুল হলো ইমানের 'নযাম' (নযাম হলো ঐ সুতা যাতে মালার গুটগুলো গাঁথা হয়) এবং তাওহীদের অবচ্ছদ্য সঙ্গী। আর এটিই হলো দারদির্য দুরীকরণ ও প্রশান্তি লাভের মাধ্যম। কেননা ব্যক্তি যখন তার অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহ তাআলার ওপর এমনভাবে তাওয়াক্কুল করে, যখনে আল্লাহর জমিদারি ও প্রতিশ্রুতির ওপর তার আস্থা, নিজের হাতের সঞ্চারে চয়েও সুদৃঢ় হয়, তখন আল্লাহ তাকে কখনোই তাঁর বান্দাদের মুখাপেক্ষী করেন না এবং তাকে এমন উৎস থেকে রযিকি দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

মানসুর ইবনে মুহাম্মাদ আল-কারীযী আমাকে কবিতা বলছেন:

তোমার প্রতিটি প্রয়োজনে ভরসা রাখো পরম করুণাময় রহমানের ওপর

যা কিছু তুমি চাও; নিশ্চয়ই আল্লাহই তা ফয়সালা করেন ও নির্ধারণ করেন।

আরশের মালিক যখন বান্দার ব্যাপারে কিছু করার ইচ্ছা করেন, সেটা তাকে পয়ে বসে; আর বান্দার নির্বাচনের সুযোগ নেই।

কখনো মানুষ নরিপদ ভবে ধ্বংসে পতিত হয়, আবার কখনও আল্লাহর ইচ্ছায় বপিদ সংকুল থেকে বঁচে যায়।

[রাওদাতুল উকাল ওয়া-নুযহাতুল ফুদালা: (পৃ. ১৫৩-১৫৪)]

আর ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুলে জন্য বান্দাকে যে সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে সেগুলো হলো:

ক. সে বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ আদকালই তাঁর সৃষ্টিকুলে মাঝে রযিকি বণ্টন করছেন এবং নরিধারণ করে দিয়েছেন।

আবু হাতমে ইবনে হবিবান রাহমিহুল্লাহ বলেন:

“বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভালো করেই জানে যে, রযিকি বণ্টনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। পরম সুউচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ট প্রতশ্রুতিরক্ষাকারী (আল্লাহ তায়ালা) নজিই বান্দাদের প্রয়োজনরে মুহুর্তে তা পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দেওয়ার জমিদারি নিয়েছেন। সুতরাং, যে বিষয়ের দায়িত্ব ও গ্যারান্টি স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন, কেবল সটো অনুবেষণরে পছেন (উদ্বিগ্ন হয়ে) মগ্ন থাকা দূরদর্শী ও দৃঢ়চতো মানুষরে চরতির নয়; তবে শরত হলো: ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাস যনে এমন বিশুদ্ধতায় আচ্ছন্ন থাকে যে, সে যদি তার কাঙ্ক্ষতি উদ্দেশ্যে যথায় চেষ্টে নাও করতে পারে, তবুও তার রযিকি তার কাছে এমন উৎস থেকে চলে আসবে যা সে কল্পনাও করেনি।”[রাওদাতুল উক্বালা ওয়া-নুযহাতুল ফুদালা: পৃ. ১৫৫]।

খ. রযিকি অনুবেষণে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকছির সাথে অন্তরে ভরসাগত সম্পর্ক ছিন্ন করা।

আবু হাতমে ইবনে হবিবান রাহমিহুল্লাহ বলেন:

“তাওয়াক্কুল হল: সৃষ্টিকুলে আশা বরজন করে যাবতীয় প্রতবিন্দকতা থেকে অন্তরকে বচ্ছিন্ন করা এবং সমস্ত অবস্থার পরিবর্তনকারী (আল্লাহর) সাথে অন্তরে মুখাপকেষতিকে জুড়ে দেওয়া। কখনো কখনো একজন মানুষ দুনিয়াবী ক্ষেত্রে প্রাচুর্যশালী হতে পারনে, অথচ তিনি তাওয়াক্কুলকারী ও তাওয়াক্কুলরে ক্ষেত্রেও সত্যনষিষ্ট, যখন প্রাচুর্য থাকা ও না-থাকা উভয়ই তার কাছে সমান মনে হয় এবং এ দুটোর মধ্যে সে কোনো পার্থক্য দেখে না। সম্পদ থাকলে সে কৃতজ্ঞতা আদায় করে, আর না-থাকলে সে সন্তুষ্ট থাকে।

আবার কখনো এমনও হতে পারে যে, কোনো মানুষরে কাছে কোনো কলা-কৌশলে দুনিয়ার কোনো কছিই নাই, অথচ সে মোটেও তাওয়াক্কুলকারী নয়; (তা তখনই হয়) যখন তার কাছে অভাবরে চয়ে প্রাচুর্য বা পাওয়াটা বেশি প্রিয় হয়। ফলে সে অভাবরে সময় নজিরে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, আবার যখন কছি পায়, তখনও তার সেই অবস্থানরে জন্য শুররিয়া আদায় করে না।”[রাওদাতুল উক্বালা ওয়া-নুযহাতুল ফুদালা: (পৃ. ১৫৬)]।

গ. রযিকি অনুবেষণে হৃদয় তার রব মহান আল্লাহর উপর নরিভরশীল থাকবে, সাথে উপায়-উপকরণরে সাহায্য নবি এবং তা অনুবেষণে প্রচেষ্টা চালাবে।

তাওয়াক্কুলরে ক্ষেত্রে যে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে হবে এর সপক্ষে দলীল হলো: আবু তামীম আল-জাইশানীর হাদীস, তিনি বলেন: আমি উমরকে বলতে শুনছি, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি:



“তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল (ভরসা) করত, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সন্তোষে রযিকি দতিনে, যতোবো পাখকি রযিকি দনে। পাখি ক্খুধার্ত পটে সকালে বরে হয়ে যায়, আর ভরপটে সন্ধ্যায় ফরি আসে।” [হাদীসটি তিরমযী (২৩৪৪) ও ইবন মাজাহ (৪১৬৪) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুত তিরমযীতে এটাকে সহীহ বলছেন]।

ইবনে কাসীর রাহমাহুল্লাহ বলেন:

“উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের (ভরসার) সাথে সাংঘর্ষিক না। তারপর তিনি “তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করত ... ” শীর্ষক হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: আল্লাহ রযিকি অনুবষণে পাখরি সন্ধ্যায় ও সকালে গমন সাব্যস্ত করছেন, যদিও পাখি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে। কারণ তিনিই সৃষ্টি করেন, পরিচালিত করেন এবং উপকরণ প্রদান করেন।”[তফসীর ইবনে কাসীর: (৮/১৭৯)]।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়া রাহমাহুল্লাহ বলেন:

“সুতরাং বান্দার উচিত আল্লাহর উপর অন্তরক নরিভরশীল রাখা; কোনো উপকরণের উপর নয়। আল্লাহ তার জন্য এমন সব উপকরণ সহজ করে দবিনে যা দুনিয়া ও আখিরাতের অবস্থা সুষ্ঠু করে দবি।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৫২৮)]।

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহমাহুল্লাহ বলেন:

“তাওয়াক্কুল দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

এক: আল্লাহর উপর নরিভর করা এবং এ বশ্বাস রাখা যে, তিনি কারণের স্রষ্টি ও তাঁর সদিধান্ত কার্যকর। তিনি যাবতীয় বিষয় নরিধারণ করে রেখেছেন, গণনা করেছেন এবং লপিবিদ্ধ করে রেখেছেন।

দুই: উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা। উপকরণ গ্রহণ না করা তাওয়াক্কুল নয়। বরং তাওয়াক্কুল হলো: উপকরণ গ্রহণ করা এবং আল্লাহর উপর নরিভর করা, এ উভয়টার মাঝে সমন্বয়। যে ব্যক্তি উপকরণ গ্রহণ করল না, সে শরীয়ত ও ববিকে-বুদ্ধির বরিদ্বাচারণ করল।”[ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায: (৪/৪২৭)]।

দুই ইমামের কথা ও উক্ত বিষয়ে বসিতারতি জানতে দেখুন (118262) নং প্রশ্নের উত্তর।

ঘ. মহান আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা করা এবং তার কাছে দোয়া করা, চাওয়া ও প্রার্থনা করার মাধ্যমে আশ্রয় নেওয়া।

শাইখুল ইসলাম বলেন: রযিকি নিয়ে চিন্তিত ব্যক্তির উচিত উক্ত বিষয়ে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা ও তাঁর কাছে দোয়া করা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহর বাণী বর্ণিত হয়েছে: “হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্খুধার্ত, তবে আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ছাড়া। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদের আহর করাব।



হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন, কিন্তু আমি যাকে পরধান করাই সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পরধিয়ে চাও, আমি তোমাদের পরধান করাবো।” (হাদীসটি মুসলিমি বর্ণনা করছেন)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।